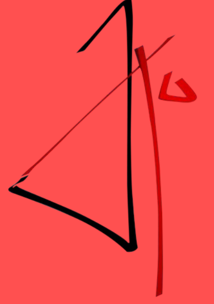


বং-এর খপ্পরে

সলমন খান

স্যাল খান, বদনাম সলমন খান

নিবাস আমেরিকা
বাঙালী
পেশা এডুকেটর
ইনি হিসাবী ও বেহিসাবী সকল প্রকার গণনার কার্য এবং অন্যান্য খটোমট বিষয় সযত্নে, সহজে এবং বিনামূল্যে ইউটিউবে প্রচার করিয়া থাকেন।

টাইম ম্যাগাজিনের 100 influential people লিস্টি, গুগল অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি বহু সম্মানে সম্মানিত খান অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা এই মানুষটি অনেক কাজ থেকে সময় বের করে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। নানা প্যাঁচালো প্রশ্নে তাঁকে প্যাঁচে ফেলতে চেষ্টা করেছেন আমাদের **রৌণক ব্রাউন**। অতএব অদ্য হইতে টেড টকসের ঘরে যে ধন আছে, বং-এর ডেরায় সে ধন আছে।

সাক্ষাৎকারের স্থান- মাইস্পেস (বিক্রয়ের জন্য নহে)
তারিখ- ১৫ ই মে, ২০১৪

রৌঃ আপনার এই ইন্টারভিউটা নিতে পারবো সেটা সত্যিই ভাবিনি।

স্যালঃ কেন?

রৌঃ অ্যাসপেন, ফোর্বস-কে ইন্টারভিউ দিতে সময় পাচ্ছেন না এমন খবর শোনা যায়?

স্যালঃ হুঁ। আসলে অ্যাকাডেমির কাজে বিজি থাকি।

রৌঃ মারভি-দির (স্যাল খানের গিন্নি) জন্যই তাহলে আমরা একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম এই ব্যস্ততা মধ্যেও?

স্যালঃ ইয়া, উমি তোমার কথা বলেছে আমায়। তুমিও স্ট্যানফোর্ডে পড়তে?

রৌঃ পড়তাম মানে আমি ট্রেনিং-এ ছিলাম আর মারভি-দি ওনার ফেলোশিপ করছিলেন।

স্যালঃ ওহ, বলো কি জানতে চাও?

রৌঃ সেই যে বিখ্যাত গল্পটা যে আপনি আপনার কাজিন নাদিয়াকে অঙ্কের ব্যাপারে হেল্প করেন, আর সেই আইডিয়া থেকেই খান অ্যাকাডেমির জন্ম। এ ব্যাপারে যদি ডিটেলে কিছু বলেন?

স্যালঃ ২০০৪ সালে নাগাদ আমি বস্টনে হেজ ফাণ্ড অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছিলাম। নিউ অরলিওনসের বাসিন্দা আমার কাজিন নাদিয়া তখন সেভেন্থ গ্রেডের ছাত্রী। ওর অ্যালজেব্রা নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছিল।আসলে ও উইক স্টুডেন্ট ছিল না, কিন্তু ওর নলেজে কিছু গ্যাপ ছিল, যেটা একটা বড়ো সমস্যার তৈরী করছিল। আমার তখন মনে হয়, যে লোকটা আমাকে দাবার দুটো দানে কিস্তিমাত করে দিতে পারে, সেও অঙ্কে কাঁচা হতে পারে, কারণ ফাউণ্ডেশনটাই দুর্বল। এরপর আমি অচেনা মানুষের কাছ থেকে মেল পেতে শুরু করি। একজন বলেন, ‘আমার বাচ্চা ডিসলেক্সিক, আর এটাই ও একমাত্র ধরতে পারছে।’ ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ভিউ আসতে লাগলো। একজন হেজ ফাণ্ড অ্যানালিস্টের কাছে সেটা অবশ্যই আনএক্সপেক্টেড।

রৌঃ আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর ছাত্র ড্রপ-আউট করে, অনেকের কাছেই বিশেষ করে অঙ্কটা কঠিন লাগে। আপনি তো প্রথমে এই সমস্যাটাই দূর করতে চেয়েছিলেন। আপনার জন্ম, বড় হওয়া সবই এই আমেরিকায়।

ছোটবেলা থেকে দেখে কি মনে হয়েছিল এই সিস্টেমটা বদলানো দরকার?

স্যালঃ একদম ঠিক। আমার স্কুলিং লুসিয়ানাতে, এটাই দেখতাম। আরেকটা মেজর প্রবলেম হল অনেক ছাত্রই আসলে খুব মেধাবী, কিন্তু তারাই নিজেদের ইনফেরিয়র ভাবে।

রৌঃ প্রথম দিকে নিশ্চয়ই অনেকে বারণ করেছিল?

স্যালঃ হুঁ, সে তো ছিলই।

রৌঃ MIT র একজন প্রফেসর বলেছিলেন হি ইজ রবিং হিমসেলফ?

স্যালঃ হ্যাঁ, তিনি MIT তে আমার প্রিয় প্রফেসরদের মধ্যে একজন ছিলেন।

রৌঃ কিন্তু আপনি নিজেও তো বলেছিলেন 'YouTube is for cat playing pianos?'

স্যালঃ সেটা প্রথমে মনে হয়েছিল। ওভারহোয়েলমিং রেসপন্সে ভুল কাটলো।

রৌঃ শুধু ইউটিউব রেসপন্সে ২০০৯এ চাকরিটা দুম করে ছেড়ে দিলেন, ভয় করেনি?

স্যালঃ উমি সবসময় সাপোর্ট করত। আর আমার বন্ধু Josh Geffner-কে ছাড়া হত না। যদিও প্রথমে Doerrs রা আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছিল। তারপর ২০১০ সালে Google অ্যাকাডেমি তৈরীর জন্য টু মিলিয়ন ডলার দেয়। তারপর বিল গেটস ফাণ্ড করে।

রৌঃ বৃহত্তম ভারচুয়াল স্কুল, সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি ছাত্র। এই ছোট টিম নিয়ে অসুবিধে হয়নি?

স্যালঃ নট রিয়েলি। আমাদের টিম খুব এফিশিয়েন্ট।আমাদের প্রায় ডজনখানেক সফটওয়্যার প্রফেশনাল রয়েছে, ভয়েস ট্যালেন্ট, ট্রান্সলেটর, এডুকেটর, যারা কাজটা ভীষণ ভালো করে জানে।

রৌঃ আপনাদের একজন সদস্য ক্যালকুলাসে ফেল করে কলেজের ড্রপ-আউট। খান অ্যাকাডেমিতে শিখে সে এখন আপনাদের অন্যতম টপ ইঞ্জিনিয়ার। এরকম তো খুব একটা দেখা যায় না, কিছু বলবেন এই নিয়ে?

স্যালঃ আসলে স্মার্ট না স্মার্ট নয় সেটা নির্ভর করে তোমার ফাউণ্ডেশন আর

তুমি কতটা আত্মবিশ্বাসী তার ওপরে। সেটাই ওর সাথে হয়েছে।

রৌঃ খান অ্যাকাডেমি এতো বড় হচ্ছে, প্রত্যেক দিন হাজারে হাজারে নতুন সাবস্ক্রাইবার আসছে। অন্য এডুকেশনাল সাইটগুলোকে তো অনেকটাই পিছনে ফেলে দিলেন। আর কিভাবে ইম্প্রুভ করতে চান অ্যাকাডেমীকে?

স্যালঃ দেখো এটা তো আর amazon.com ভার্সাস ebay নয়। আর যাই হোক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম কোনদিন ফিজিক্যাল ক্লাসরুম কে রিপ্লেস করতে পারবে না। এখানে এসে তুমি তোমার ডাউট ক্লিয়ার করতে পারো। পজ করে, রিওয়াইণ্ড করে আবার শুনতে পারো। যা ইচ্ছে তাই...

রৌঃ সেটাও ফ্রি তে...

স্যালঃ হ্যাঁ, এটা একটা নন-প্রফিট সংস্থা।

রৌঃ হুঁ। কিন্তু আপনার কি মনে হয় কতদিন আপনি এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন?

স্যালঃ ওয়েল একটা গড়পড়তা মিড-স্কুলের যা বাজেট, আমাদেরও তাই। আর আমরা লক্ষ লক্ষ ছাত্রের কাছে পৌঁছতে পারছি। আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড় সোশাল রিটার্ন ওয়ান কুড প্রব্যাবলি গেট। আর সত্যি কথা বলতে ফাণ্ডরেইজিং নিয়ে এখন আর অতটা মাথাব্যাথা নেই।

রৌঃ মারভি-দি কেও এই একই কথা বলেছেন?

স্যালঃ হা হা। (হাসি)

রৌঃ আচ্ছা এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আপনার অনেক ইন্টারভিউ দেখেছি। টেড-এর কনফারেন্সে আপনি কিন্তু সেভাবে বাংলাদেশের কথা বলেননি। আবার বাংলাদেশের এক ইন্টারভিউতে বলেছেন আপনি ভীষণ বাঙালী...

স্যালঃ দুটো আলাদা ব্যাপার। আমি বাঙালী সেটা ঠিক কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশের কথা টেড-কে বলতে হবে কেন?

রৌঃ না মানে আপনি বলেছেন অ্যাকাডেমীকে প্রধান ভাষাগুলোতে অনুবাদ করা হবে (তার মধ্যে বাংলা ছিল না) যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো সেগুলো ব্যবহার করতে পারে। সেটা সোমালিয়া বা অন্য দেশে হচ্ছেও

কিন্তু বাংলাদেশে ‘আগামী ফাউণ্ডেশন’ এগিয়ে না আসা পর্যন্ত আপনি কোন উৎসাহ দেখান নি, এটা কেন?

স্যালঃ সেটা ঠিক নয়। বাংলার কথা আমার মাথায় ছিল, কিন্তু আগামী এগিয়ে আসায় সেটা সহজ হয়েছে।

রৌঃ বাংলা ভাষার প্রতি দুর্বলতা আছে?

স্যালঃ নিজে বাঙালী হওয়ায় একটা টান আছে, সেটা দুর্বলতা কিনা জানিনা।

রৌঃ ছেলে মেয়েদের বাংলা শেখাচ্ছেন?

স্যালঃ বলতে পারে অল্প। আসলে আমার নিজের কথাও অ্যাকসেন্টেড। সেই ভাবে ভালো বাংলা না।

রৌঃ এইবার একটা অবভিয়াস প্রশ্ন করবো, আপনি বাঙালী বলেই। রবি ঠাকুর, সত্যজিৎ রায় কতটা কাছাকাছি আপনার?

স্যালঃ এদের কাজগুলো তো সবার জন্য। তবে বাঙালী হিসেবে একটা টান আছে।

রৌঃ একটা অন্যরকম প্রশ্ন দিয়ে শেষ করি। আপনার টুইটার, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সেইভাবে আর কোন আপডেট পাওয়া যায় না। হঠাৎ এই বিচ্ছিন্ন হবার কারণ?

স্যালঃ সময় হয় না অ্যাকাডেমীর কাজে।

রৌঃ সত্যি দারুণ লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

স্যালঃ আমারও ভালো লাগলো।